সংবাদ পরিষেবা | মে ২০২৩

কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক, এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম-ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

বৈচিত্রময় পশ্চিমঘাট

২৮/৬৪

ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতমালাকে এশিয়ার উষ্ণ এলাকার উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৈচিত্রের সব থেকে পুরনো অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি বলে মনে করা হয়। সেন্টার ফর সেলুলার অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি'র (সিসিএমবি) একটি গবেষণায় এ কথা বলা হয়েছে। গবেষণাটিতে দেখা গেছে, উত্তর পশ্চিমঘাটের তুলনায় দক্ষিণ পশ্চিমঘাটে প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ছয় গুণ বেশি। আর পশ্চিমঘাটগুলিতে কাঠের গাছের বিশাল বৈচিত্র রয়েছে, যার মধ্যে ৬০ শতাংশের বেশি গাছ স্থানীয়। এছাড়া সমগ্র পশ্চিমঘাটে অনেক বন্য গাছপালা, পাখি, স্তন্যপায়ী প্রাণী, সরীসৃপ, মাছ এবং পোকামাকড় রয়েছে যা শুধুমাত্র এখানেই দেখা যায়। তাই এই অরণ্য বিশ্বের অন্যতম জীববৈচিত্রের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। গবেষণা প্রতিবেদনটি রয়্যাল সোসাইটির ফ্ল্যাগশিপ গবেষণা জার্নাল 'প্রসিডিংস বি'-তে প্রকাশিত হয়েছে।

ইটের বদলে প্রকৃতি পাটকেল ছুঁড়ছে

২৮/৬৫

জলবায়ু সংকটের কারণে ভয়াবহ বিপর্যয়ের পথে হাঁটছে পৃথিবী। সম্প্রতি এমন তথ্যই উঠে এসেছে পটসডাম ইনস্টিটিউট ফর ক্লাইমেট ইমপ্যাক্ট রিসার্চের এক গবেষণায়। এই গবেষণা অনুযায়ী, অন্তত পাঁচটি ক্ষেত্রে জলবায়ু বদলের প্রতিক্রিয়া দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে যেগুলি হল— গ্রিনল্যান্ডের বরফের আচ্ছাদনে ধ্বস, সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা বৃদ্ধি, উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে স্রোতের বিপর্যয়, বিশ্বব্যাপী অনিয়মিত বর্ষা এবং উত্তর মেরুতে কার্বন প্রধান হিমায়িত অঞ্চল গলে যাওয়া। এর ফলে আর মাত্র ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধির হলেই পৃথিবী বসবাসের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

গোটা মানবসভ্যতার বেড়ে ওঠার গল্প মূলত অনুকূল তাপমাত্রার মধ্যেই রচিত হয়েছে। অন্যদিকে তাপমাত্রার কারণে একটি দিক ভারসাম্যহীন হয়ে উঠলে, আবশ্যিকভাবে অন্য কোনো দিকে তার প্রভাব পড়বে। যেমন বরফ গলে যাওয়ায় সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা বাড়বে। কিন্তু শিল্পবাদের ফলে আমরা যেভাবে এগিয়ে চলেছি, তাতে খুব শিগগিরই পৃথিবীর তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে— এমনটাই মনে করেন গবেষক দলের প্রধান অধ্যাপক জোহান রকস্ট্রম।

অ্যামাজনের বর্ষাবন বা রেইনফরেষ্ট ভঙ্গুর হয়ে ওঠার নিদর্শনও মিলেছে এই গবেষণায়। গবেষকেরা বলেছে, এর গভীর প্রভাব অবশ্যই পড়বে জলবায়ু ও জীববৈচিত্রের উপর। এর ফলে পরিবর্তিত হয়ে যাবে গ্রিনল্যান্ডের বরফের আচ্ছাদন ও মেরু অঞ্চলের স্রোতপ্রবাহ।

বিশ্বব্যাপী যে হারে কার্বন নির্গমন হচ্ছে, তা বরাবরই আশঙ্কাজনক। সাম্প্রতিক সময়ে বৈদ্যুতিক গাড়ি প্রসঙ্গ আনা হলেও, তা আশানুরূপ কার্যকর হয়নি। এমনকি জলবায়ু সম্পর্কিত প্যারিস চুক্তিও মানা হচ্ছে না। কোভিড-১৯ তার সঙ্গে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এই রোগের পরীক্ষা-পরীক্ষার জন্য তৈরি সামগ্রী, তার পরিবহন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য কার্বন-ডাই অক্সাইডের নির্গমন বাড়ছে।

গবেষণায় উঠে এসেছে, এভাবে চলতে থাকলে শিগগিরই আরো কিছু বিরূপ পরিবর্তন আমরা দেখতে পাব। এগুলি হল ক্রান্তীয় অঞ্চলে প্রবাল প্রাচীরগুলির মৃত্যু, পশ্চিম আফ্রিকার বর্ষাকালের চিত্র বদলে যাওয়া এবং সমুদ্রের অক্সিজেন দ্রুত কমে যাওয়া। এরই মধ্যে ভারতীয় অঞ্চলে ঋতু পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে দিয়েছে।

টেকনিক্যাল ইউনির্ভাসিটি অব মিউনিখের অধ্যাপক নিকোলাস বোয়ার্স এ গবেষণাকে গুরুত্বপূর্ণ সূচক বলে মনে করেন। তিনি বলেন, প্রকৃতির প্রতি মানুষের ছুঁড়ে দেওয়া ইটকে প্রকৃতি পাটকেল বানিয়ে ফেরত দিচ্ছে।

জলবায়ু বদল ঃ কচ্ছপের সংকট ২৮/৬৬

একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, সমুদ্রের জলতলের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার কারণে, যেসব উপকূলে কচ্ছপের বিভিন্ন প্রজাতির বাসস্থান এবং প্রজননের জায়গা ছিল সেগুলি ডুবে যাচ্ছে। সমীক্ষাটির প্রধান গবেষক মার্গা রিভাস জানান, এই উচ্চতা ঘটেছে অতি মাত্রায় গ্রিন গ্যাস নির্গমনের জন্য। যেসব উপকূলে কচ্ছপেরা বাসা বাঁধে সেখানকার ২৮৩৫ টি বাসা পরীক্ষা করে গবেষকরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। যে প্রজনন ক্ষেত্রগুলিতে সমীক্ষা করা হয়েছিল সেগুলি হল, কোস্টারিকার মন্ডনগুইলো বিচ, কিউবার গুয়ানাকাবিবেস উপদ্বীপ, ডোমিনিকান রিপাবলিকের সাওনা দ্বীপ, অস্ট্রেলিয়ার উপকূল অঞ্চল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার সেন্ট জর্জ দ্বীপ, নেদারল্যান্ডসের রাইন এবং সিন্টে দ্বীপে অবস্থিত।

জলবায়ু বদল ঃ পাখিদের সংকট ২৮/৬৭

জলবায়ু বদল আজ এমন একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশই ভুগছে। তবে এই সমস্যা শুধু মানুষ নয়, সমগ্র জীবন্ত প্রাণী, উদ্ভিদ এবং বাস্তুতন্ত্রকেও প্রভাবিত করছে। জানা গেছে, জলবায়ু বদলের ফলে পাখিদেরও নিস্তার নেই। সম্প্রতি একটি নতুন গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে।

গবেষণাটি অনুসারে, গত ৫০ বছরে জলবায়ু বদল সারা বিশ্বের পাখিদের প্রভাবিত করেছে। এ কারণে পরিযায়ী ও বড় পাখির সন্তানের জন্মহার কমেছে। একই সঙ্গে এই পরিবর্তনে কিছু ছোট পাখিও উপকৃত হয়েছে বলে জানা গেছে।

গবেষকরা গত ৫০ বছর ধরে সারা বিশ্বের ১০৪ টি প্রজাতির পাখির অধ্যয়ন করেছেন। এই গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী,জলবায়ুর বদলই পাখি প্রজনন হার কমার অন্যতম প্রধান কারণ। শুধু তাই নয়, প্রজনন হারের এই হ্রাস বড় এবং পরিযায়ী পাখিদের বেশি প্রভাবিত করেছে। ছোট পাখি যারা দীর্ঘ দূরত্বে ভ্রমণ করে না, তারা ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা থেকে উপকৃত হতে পারে বলেও গবেষণাটিতে বলা হয়েছে। তবে অধ্যয়ন করা পাখিদের মধ্যে ৫৬.৭ শতাংশ পাখির প্রজনন হার কমেছে। একইভাবে, ৪৩.৩ শতাংশ প্রজাতির প্রজনন হার বৃদ্ধিরও রেকর্ড করা হয়েছে। গবেষকদের মতে, জলবায়ু বদলের জটিল প্রভাবের ফলেই এমনটা ঘটছে। গবেষণাটির ফলাফল 'প্রসিডিংস অফ দ্য ন্যাশনাল একাডেমি অফ সায়েন্স' জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। গবেষকদের মতে, জলবায়ু বদলের সবচেয়ে বড় প্রভাব মন্টাগু হ্যারিয়ার এবং হোয়াইট স্টর্কের উপর দেখা গেছে। উভয়ই বড় এবং পরিযায়ী পাখি। একইভাবে দাড়িওয়ালা শকুন, যা বড় কিন্তু দূরে যায় না, এবং রোজেট টার্ন, যা মাঝারি আকারের পরিযায়ী পাখি, এদের সবারই প্রজননের হার কমেছে।

এই অবস্থায় ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা শুধু মানুষের জন্য নয়, এই প্রাণীদের জন্যও একটি মারাত্মক সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। এছাড়াও, এই বৃহৎ পরিযায়ী পাখিদের বাঁচাতে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। যার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। আমাদের বুঝতে হবে, এই প্রাণীগুলি আমাদের বাস্তুতন্ত্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা পৃথিবীতে ভারসাম্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষ এবং বন্যপ্রাণের সংঘাত

২৮/৬৮

গত পাঁচ থেকে ছয় মাসে কর্নাটকে মানুষ ও বন্য প্রাণীর মধ্যে সংঘর্ষ বেড়েছে। এই সংঘাত বন্যপ্রাণী ও বন সংরক্ষণের ইস্যুতে প্রশ্ন চিহ্ন তুলেছে। বন সংরক্ষণ ব্যবস্থার ফলে রাজ্যে যখন বন্যপ্রাণীর জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে, তখন মানুষ ও বন্য প্রাণীর মধ্যে সংঘাত কমানোর জন্য রাজ্য সরকারের উচিত ছিল বাফার জোন তৈরি করে বনাঞ্চল সম্প্রসারণ করা। এ ধরনের এলাকা তৈরি হলে পশুর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা সহজেই সামলানো যেত। কিন্তু রাজ্য সরকার উল্টে বনভূমিতে বেশ কয়েকটি মেগা প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এ কারণে বনাঞ্চল হয় সংকুচিত হয়েছে অথবা বনাঞ্চলে মানুষ-প্রাণী সংঘর্ষ আরো বেড়েছে। গত এবং তার আগের আর্থিক বছরে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত চরমে পৌঁছেছিল। সে সময় সরকার ৩৯টি প্রকল্পের জন্য ৪৫০ হেক্টর বনভূমি বরাদ্দ করেছিল। ২০১২-১৩, রাজ্যে বনভূমির পরিমাণ ছিল ৪৩,৩৫৬.৪৭বর্গ কিমি বা রাজ্যের মোট জমির ২১.৬১ শতাংশ। ২০২১-২২ সালে তা কমে ৪০,৫৯১.৯৭ বর্গ কিলোমিটার বা ২২.১৬ শতাংশ।

হাতি ও মানুষে সংঘাত বাড়ছে

২৮/৬৯

শুধু কর্নাটকে যে মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে সংঘাত দেখা যাচ্ছে তা নয়। দেশের অন্যান্য রাজ্য যেমন ঝাড়খণ্ড, আসাম, ছত্তিশগড়, পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশায় এই সংঘাত দ্রুত বাড়ছে। শুধুমাত্র ঝাড়খণ্ডেই, ২০১৭ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৫ বছরে হাতির আক্রমণে ৪৬২ জন মারা গেছে। এই পরিসংখান কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকের।

হাতিদের ক্রোধের কারণ খুঁজে বের করার জন্য গত তিন-চার দশকে অনেক সমীক্ষা, গবেষণা করা হয়েছে। এর প্রায় প্রতিটিতেই বলা হয়েছে যে, মানুষের কার্যকলাপ হাতির প্রাকৃতিক আবাসস্থল এবং তাদের পারম্পরিক যাতায়াতের পথে নানারকম সমস্যা তৈরি করা হয়েছে।

২০১৭ সালে প্রকাশিত ওয়াইল্ডলাইফ ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়ার (ডব্লিউটিআই) রিপোর্ট অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, ছত্তিশগড়ের ২১ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা ছিল হাতির আবাসস্থল। মানব-হাতি সংঘর্ষে দেশে যত মানুষ নিহত হয়েছেন, তার মধ্যে ৪৫ শতাংশই এই অঞ্চলের।

সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে, ঝাড়খণ্ডে দেশের বন্য হাতি জনসংখ্যার ১১ শতাংশের বাস। তবে উদ্বেগের বিষয় যে, এখানে হাতির সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। রাজ্যে ২০১৭ সালে শেষবার হাতি গণনা করা হয়েছিল এবং তাদের সংখ্যা ৫৫৫ বলে বলা হয়েছিল, যেখানে ৫ বছর আগের শুমারিতে তাদের সংখ্যা ছিল ৬৮৮।

এক বন থেকে অন্য বনে হাতিদের নিরাপদে চলাচলের জন্য করিডোর তৈরি করা উচিত বলে মনে করেন পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা। করিডোর এমন হওয়া উচিত যেখানে মানুষের প্রায় কোনো ক্রিয়াকলাপ রাখা যাবে না যাতে হাতির অসুবিধা হয়। বর্তমানে দেশের ২২টি রাজ্যে নতুন ২৭টি হাতির যাতায়াতের পথ বা করিডোর নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

অন্যদিকে, আসামে সাম্প্রতিক অতীতে মানব-হাতি সংঘর্ষের সংখ্যা তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আসামের বন মন্ত্রকের মতে, রাজ্যে বছরে গড়ে ৭০টিরও বেশি মানব-হাতি সংঘর্ষ হয়।এই সংঘষে বছরে প্রায় ৮০টি হাতি মারা যায়। আসামে ৫৭০০ টিরও বেশি হাতি রয়েছে। রেকর্ড অনুসারে, ২০০১ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে সেখানে ১৩৩০ টি হাতি মারা গেছে।

রসেবশে ২৮/৭০

ভালো ভালো খাবার খেলেই শরীর সুস্থ থাকবে এমনটি নয়, সুস্বাস্থ্য ধরে রাখার জন্য স্বাস্থ্যকর পানীয়ের ওপরও বিশেষ জোর দিতে হবে। রোজ এমন পানীয় খান, যা শরীর থেকে সব দূষিত পদার্থ বের করে দেয় এবং রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা শক্তিশালী করে তোলে।

স্বাস্থ্যকর পানীয়ের কথা বলতেই মাথায় আসে— লেবুজল,মধুর সরবত, জলজিরার সরবত, মেথির জল, দুধ, গ্রিন টি ইত্যাদি। এগুলি শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বের করে শরীর ও মনকে তরতাজা রাখে। এরকমই একটি স্বাস্থ্যকর পানীয় অর্জুন-আমলকীর রস।

এই রস হার্ট বা হৃদযন্ত্রের জন্য দারুণ উপকারী। এই রস কোলেস্টেরল ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে। এতে অর্জুন রস এবং পলিফেনলের উপস্থিতি, হার্টের পেশিকে শক্তিশালী করে, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে এবং খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে।

অর্জুন-আমলকীর জুস রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির একটি চমৎকার প্রাকৃতিক উপায়। আমলকীতে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন সি। এক একটি আমলকীর মধ্যে প্রায় ৬০০-৭০০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি থাকে, যা দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে তুলতে সাহায্য করে।

বদহজম, গ্যাস, অম্বল, কোষ্ঠকাঠিন্য বা চোঁয়া ঢেকুরের মতো পেটের সমস্যা মোকাবিলায় রোজ খান আমলকী-অর্জুন রস। বাড়িতে তাজা রস তৈরি করে খেতে পারেন বা কেনা রস যদি খান, তা হলে এক গ্লাস গরম জলে প্রায় ৩০ মিলি আমলকী অর্জুন রস মিশিয়ে খালি পেটে খান।

তবে প্রত্যেকের শরীর ও সমস্যা আলাদা। তাই কোনো খাবার এক জনের জন্য উপকারী হলেও অন্য কারোর শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই যে কোনো খাবার ওষুধ বা পথ্য হিসেবে খেতে হলে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

রস বানানোর পদ্ধতি ঃ আমলকী ভালো করে ধুয়ে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন। মিক্সারে দিয়ে বা বেঁটে রস বের করে নিন। এবার আরেকটি পাত্রে দুই কাপ জল ঢেলে তাতে অর্জুনের ছাল দিয়ে ফোটান। জল অর্ধেক না হওয়া পর্যন্ত ফোটাতে থাকুন। একটি কাপে অর্জুনের জলটি ছেঁকে, তার সঙ্গে আমলকীর রস মেশান। এ মিশ্রণে মধু মিশিয়ে নিন। হালকা গরম থাকতে পান করুন আমলকী অর্জুনের রস।

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা - ৭০০ ০৪২ । দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১ ১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, রূপায়ণ : অভিজিত দাস
সম্পাদক : সুব্রত কুণ্ডু